দৈনিক ইত্তেফাক

সোমবার ৮ ভাদ্র ১৪১৭
MONDAY 23 AUGUST 2010

বাংলাদেশ : প্রত্যাশা ও উন্নয়ন

ড. এম আজিজুর রহমান

প্রত্যাশা মানুষের বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা। মানুষ তার প্রত্যাশার মাধ্যমে নিজকে প্রেষিত করে এবং জীবনের মানে খুঁজে ফিরে। প্রত্যাশার মাধ্যমে মানুষ তার চাহিদা স্থির করে। হাজারো চাহিদার মধ্যে মানুষের কিছু মৌলিক চাহিদা রয়েছে যা ধনী গরিব নির্বিশেষে সবারই মৌলিক অধিকার। এই মৌলিক অধিকারগুলো হল অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। মৌলিক অধিকার নিয়ে মানুষ শুধু জীবন ধারণ করতে পারে। কিন্তু জীবনকে তাৎপর্যপূর্ণ, ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নয়ন, ভোগ-বিলাস ও মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে প্রয়োজন অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, ব্যক্তি ও পারিবারিক স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও সরকারি সুযোগ-সুবিধা মানুষের এই প্রত্যাশাগুলো তার জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করে। প্রত্যাশা অর্জিত হয় বিশেষ কতগুলো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আর এ প্রক্রিয়া সংগঠিত হলেই উন্নয়ন ঘটে। অর্থাৎ প্রত্যাশা অর্জনের ধাপগুলো হল উন্নয়নের ধাপ। উন্নয়নের ধাপগুলো হল প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ, আইন-শৃংখলা রক্ষা, বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা দূরীকরণ, সুষ্ঠু গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা ইত্যাদি বিষয় হচ্ছে উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অর্থাৎ প্রত্যাশা ও উন্নয়নের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর নিম্ন উৎপাদনশীলতার অনেক কারণ রয়েছে। যেমন সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার অপ্রতুলতা, কর্মজীবীদের মাথা প্রতি স্বল্প মূলধন, শিক্ষা, প্রযুক্তি ও প্রযুক্তি বিদ্যার অভাব, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন সংশ্লিষ্ট অদক্ষতা ইত্যাদি। তাছাড়া দারিদ্র্যপ্রবণ মানুষের খাদ্যদ্রব্যাদির মান-পরিমাণ, পুষ্টির অভাব এবং অনুন্নয়ন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ইত্যাদি। এভাবে নিম্নমানের উৎপাদনশীলতা, মানুষের স্বল্প আয় এবং স্বল্প ক্রয়ক্ষমতা এবং সবকিছু মিলে জীবনযাত্রা হয়ে পড়েছে আজ নিম্নমানের। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জন্মহার অধিক এবং নির্ভরশীল জনসংখ্যার বোঝাটিও বড় অপ্রত্যাশিত। প্রায় একযুগ আগে বা ২০০০ সালের তথ্যমতে বিশ্বের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৬ বিলিয়ন বা ৬০০ কোটি। বিশ্বব্যাপী শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ বসবাস করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, শতকরা প্রায় ২০ ভাগ বা তারও একটু কম লোকসংখ্যা বসবাস করে গুটিকয়েক উন্নত দেশে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জন্মহার প্রায় শতকরা ৩-৪ ভাগ। আবার কোন কোন উন্নয়নশীল দেশে পরিবার পরিকল্পনা খুবই প্রশংসনীয়।অতিসম্প্রতি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গড়পড়তা জন্মহার ২.৬% এবং উন্নত দেশগুলোতে গড়পড়তা জন্মের ০.৭%। নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর সংখ্যা সাধারণত ১৫ বৎসরের নিচে ও ৬৫ বছরের উর্ধ্বে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গড়পড়তা নির্ভরশীল জনসংখ্যা শতকরা ৪০ ভাগ আর উন্নত দেশে তা অর্ধেক বা শতকরা ২০ ভাগ। উন্নত দেশগুলোতে নির্ভরশীল জনসংখ্যা উন্নয়নশীল দেশের অর্ধেক। আবারও উল্লেখ্য, উন্নয়ন বিশ্লেষণে আমরা কি চাই? আলোচনা মোতাবেক উন্নয়ন সাপেক্ষে আমাদের যেসব অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য বা উপকরণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে তা হল অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চিতকরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাধারণ জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ-সুবিধা, কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি ইত্যাদি উন্নয়ন সাপেক্ষে খুবই সহায়ক। ন্যূনতম মজুরিসহ নিয়োগ সুবিধা বৃদ্ধি, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি সাপেক্ষে আয়ের সুষম বণ্টন, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, রপ্তানিখাতের আওতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের নিশ্চিতকরণ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, মূলধন ও প্রযুক্তি সুবিধা ও ব্যবস্থাপনা এবং উদ্যোক্তাদের দক্ষতা ও দূরদৃষ্টি বৃদ্ধি এবং সবার উর্ধ্বে যা খুবই প্রয়োজনীয় তা হল কর্মমুখি শিক্ষা, সামাজিক উৎকর্ষতা ও সমৃদ্ধি অর্জন।

[লেখক: ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি]